প্রকল্পের আওতায় ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধ কার্যক্রম

- দেশ থেকে ক্ষুরারোগ নির্মুলের অথবা নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বার্থে প্রচার ও ব্যাপক টিকা দান কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে;
- আমাদের দেশে সাধারণত গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শুকর ইত্যাদি পশুতে সংক্রমিত হয়ে থাকে;
- বিশ্বব্যাপী যে সব দেশে এ রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সে সব দেশে একমাত্র বারবার টিকা প্রদান করেই সম্ভব হয়েছে;
- ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশব্যাপী প্রকল্পের সুফলভোগীর গবাদিপশুকে ক্ষুরারোগের টিকা প্রদান করা হবে।
- প্রকল্প মেয়াদে বছরে দু'বার সু-শৃংখলভাবে ব্যপক টিকা প্রদান কর্মসূচী অব্যহত রাখা হবে;
- টিকা প্রদান সংক্রান্ত সকল তথ্য টিকা কার্ড বা হেলথ কার্ড এ সংরক্ষণ করতে হবে;
- পর্যাপ্ত টিকাবীজ সরবরাহ, কুল চেইন ব্যবস্থাপনা, টিকা প্রদান ও সিরো মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে;
- ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং এলডিডিপি এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে সম্পাদিত হবে;
- কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে;
- কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরসমূহ কেন্দ্রের সাথে সমন্বয় সাধন করে টিকা প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করবেন; এবং
- টিকা প্রদানের তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে।

ক্ষুরারোগের প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ

- সুস্থ অবস্থায় গবাদিপশুকে বছরে দু'বার টিকা প্রদান করতে হবে;
- প্রয়োজন বোধে টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা মোতাবেক টিকা প্রদান করতে হবে;
- কোন স্থানে ক্ষুরারোগ দেখা দিলে তিন কিলোমিটার দূরত্ব নিয়ে বৃত্তাকারে রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করতে হয়;

- রোগ সংক্রমিত বাড়িতে বা খামারে টিকা প্রয়োগ করা যাবে না;
- টিকা প্রদানে সর্বদা কুল চেইন মেনে চলতে হবে।

গবাদিপশুর ক্ষুরারোগের টিকা প্রদান পদ্ধতি

টিকার নাম ঃ এফএমডি টিকা (ট্রাই-ভ্যালেন্ট)

প্রজাতি ও বয়স	টিকার মাত্রা	প্রয়োগ স্থান	টিকার কার্যকাল	টিকা সংরক্ষণ
গরু/মহিষ ৬ মাসের উর্ধ্বে	গরু/মহিষ- ৬ এমএল	গলকম্বলের চামড়ার নীচে।	৬ মাস	৪-৮ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস পর্যন্ত
ছাগল/ভেড়া ৩মাসের উর্ধ্বে	ছাগল/ভেড়া- ৩ এমএল	চামড়ার নীচে।	৬ মাস	

* টিকার মাত্রা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশনায় ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ওয়েবসাইট: lddp.portal.gov.bd
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০২২

গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন কৌশল

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ধারাবাহিকভাবে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশল

বাংলাদেশে ডেইরি উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় ক্ষুরারোগ বা এফএমডি। যে সকল পশুর পায়ের খুর দুই ভাগে বিভক্ত সে সকল পশুর জন্য ক্ষুরা রোগ বা এফএমডি একটি ভাইরাস জনিত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। আমাদের দেশে সাধারণতঃ গরু,মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও শুকরের মধ্যে এ রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে। বিশ্বে এ রোগের ভাইরাসের মোট সাতটি সেরোটাইপ থাকলেও বাংলাদেশে ও,এ,সি এবং এশিয়া-১ এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অর্থনৈতিক বিবেচনায় ক্ষুরারোগ গবাদিপশুর রোগসমূহের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগে পশুর উৎপাদনশীলতা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশী প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এ সকল বিবেচনায় পৃথিবী হতে ক্ষুরারোগ নির্মুলের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

ক্ষুরারোগের অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকসমূহ

- দুধ উৎপাদন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া, ওলানফোলা রোগ সৃষ্টি হওয়া, বাট/ওলান নষ্ট হয়ে যাওয়া;
- গর্ভনষ্ট, গর্ভপাত ও গর্ভধারণের হার কমে যাওয়া;
- অল্প বয়স্ক পশুর (বাছুর) মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে;
- পায়ে ক্ষত থাকার কারণে গাড়ী/হাল টানা পশুর কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়;
- মুখের ঘায়ের কারণে খাদ্য কম খাওয়ার ফলে দৈহিক ওজন হ্রাস পাওয়া;
- আক্রান্ত পশু সুস্থ হয়ে উঠলেও পূর্বের ন্যায় কর্মক্ষম ও উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠে না; এবং
- ক্ষুরারোগ সংক্রমনের কারণে ক্ষুরারোগ মুক্ত ও আক্রান্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি ঘটে।

ক্ষুরারোগের লক্ষণ সমূহ

- রোগের শুরুতে পশুর শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায় (১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে);
- জিহ্বা, দাঁতের মাড়ি, নাকের উপর, পায়ের ক্ষুরের মাঝখানে, গাভীর বাঁটে ফোস্কা পড়ে;
- পরবর্তীতে ফোস্কাগুলি ফেঁটে গিয়ে ঘায়ের সৃষ্টি করে;
- মুখে ক্ষতের কারণে সর্বক্ষণ মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে এবং মুখ দিয়ে চপচপ শব্দ করতে থাকে ;

- পায়ে ক্ষতের কারণে পশু হাটতে চায় না অথবা খুড়িয়ে হাটে;
- খাবার না খাওয়ার কারণে দুধালো গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়;
- ওলানের ক্ষত হতে ওলানফোলা বা ম্যাষ্টাইটিস রোগ দেখা দিতে পারে;
- পায়ের ক্ষতে মাছি বসে ডিম পাড়ে। মাছির লার্ভা ও জীবানুতে ক্ষতের জটিলতায় পশু পা ছুড়তে থাকে; এবং

- দুগ্ধ পোষ্য বাছুরের হার্টের কোষ আক্রান্ত হয় এবং বাহ্যিক কোন প্রকার লক্ষণ ছাড়াই বাছুর মারা যায়।

ক্ষুরারোগ সংক্রমণ ও বিস্তার

- ক্ষুরারোগের জীবানু ক্ষুরা রোগাক্রান্ত পশুর ফোস্কা ফেটে বাতাস, পানি বা খাদ্যের মাধ্যমে অন্য পশুর দেহে সংক্রমণ ঘটায়।
- এছাড়া পায়খানা, প্রস্রাব, দুধ, শ্লেষ্মা, লালা প্রভৃতির মাধ্যমে অন্য পশুতে ছড়ায়।
- রোগাক্রান্ত পশুর ব্যবহৃত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে।
- রোগাক্রান্ত খামারের আসবাপত্র, যন্ত্রপাতি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির মাধ্যমেও এ রোগ অন্য পশুতে ছড়াতে পারে;
- এ ছাড়া মশা, মাছি, কীট পতঙ্গও এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে।
- বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।
- বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।
- আক্রান্ত পশুর গলার মধ্যে জীবাণু ১৪ মাস পর্যন্ত অবস্থান করে বাহক হিসেবেও কাজ করতে পারে।

রোগ দেখা দিলে করণীয়

- আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু হতে পৃথক রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে;
- আক্রান্ত পশুকে বাইরে নেয়া যাবে না;
- খামারে অধিক মানুষের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;
- আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসা খাদ্য, যন্ত্রপাতি বা ব্যবহার্য দ্রব্য সুস্থ পশুর সংস্পর্শে নেয়া যাবে না;
- আক্রান্ত পশুর পরিচর্যার জন্য পৃথক লোক ব্যবহার করতে হবে;
- জীব-নিরাপত্তার জন্য জীবানু নাশক ঔষধ দিনে কমপক্ষে দু'বার ব্যবহার করতে হবে;
- ঘরের মেঝে, খাবার পাত্র, পানির পাত্র ইত্যাদি সোডিবাইকাবোনের্ট (খাবার সোডা) পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে ব্যবহার করা যেতে পারে;
- পশুকে সব সময় পরিস্কার এবং শুকনা জায়গায় রাখতে হবে;
- ক্ষুরারোগ নিরাময়ের জন্য আক্রান্ত পশুর মুখ,পা সহ অন্যান্য ক্ষতস্থান পটাশিয়াম পার ম্যাংগানেট দ্রবণ-পানি (হালকা বেগুনী রঙের) বা খাওয়ার সোডা মেশানো পানি দিয়ে দিনে ৩-৪ বার পরিস্কার করে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে;
- প্রয়োজন বোধে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শমত দ্বিতীয় সংক্রমন (secondary infection) রোধের জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে;
- পায়ের ক্ষত স্থানে যাতে মাছি না বসে সেজন্য ৪ ভাগ নারকেল তেলের সাথে ১ ভাগ তার্পিন তেল মিশিয়ে ক্ষত স্থানে লাগানো যেতে পারে;
- আক্রান্ত পশুর দুগ্ধপোষ্য বাছুর থাকলে সরাসরি মায়ের ওলান থেকে দুধ না খাওয়ায়ে সুস্থ গাভীর দুধ অথবা পৃথক রেখে মায়ের দুধ গরম করে খাওয়াতে হবে;
- আক্রান্ত পশুকে শুকনা খড় বা শক্ত খাবার না দিয়ে কচি ঘাস ও নরম খাবাব যেমন ভাতের মাড়ের সাথে কুঁড়া ও ভূষি মিশিয়ে দিতে হবে;
- নুতন কোন আক্রান্ত পশু খামারে প্রবেশ করানো যাবে না;
- নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে হবে;
- খামারের বর্জ এবং মৃত পশু সঠিকভাবে অপসারণ ও সৎকার করতে হবে।